প্রশ্ন - ১৪৪ ঃ হজ্ব একটি ফরয কাজ। এর তিনটি ফরয ও ছয়টি ওয়াজিব আছে। এগুলো আদায় করলে হজ্ব পূর্ণ এবং সহিহ্ শুদ্ধ হবে বলে বাংলাদেশ সরকারের হজ্ব নির্দেশিকা'২০০৩ -এ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো লিখেছে- মদিনা শরীফের যিয়ারতের সাথে হজ্বের কোন সম্পর্ক নেই। -একথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত হজ্ব নির্দেশিকা' ২০০৩ সালে ছাপা হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হলো দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এম. পি। সুতরাং হজ্ব ও যিয়ারতকে পৃথক জিনিস বলাই স্বাভাবিক। এটা তাদের নবী বিদ্বেষের পরিচায়ক। হজ্বের সাথে যিয়ারতে রাসুলের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। শুধু হজ্ব আদায় করে এবং হুযুরের যিয়ারত না করে চলে আসলে আল্লাহর হাবীবকে কষ্ট দেয়া হয় বলে পরিষ্কার হাদীসে উল্লেখ আছে। যেমন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ (اِبْنُ النَّجَّارِ)

অর্থাৎ- "যারা হজ্ব করলো কিন্তু আমার যিয়াত করলোনা- তারা আমাকে নিশ্চিতভাবে কষ্ট দিলো বা আমার উপর যুলুম করলো"। (ইবনে নাজজার)।

এতে বুঝা যায়- তাদের হজ্ব কবুল হবেনা। হজ্ব করা এক জিনিস- আর কবুল হওয়া আর এক জিনিস। হজ্ব কবুলই যদি না হলো- তাহলে এই হজ্ব করে কি লাভ? সুতরাং হজ্বের সাথে যিয়ারতের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। হজ্ব করা ফরয আর যিয়ারত করা সুন্নাত ও নবীজীর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা। এটাকে অবহেলা করা বেঈমানির লক্ষণ।

প্রশ্ন - ১৪৫ ঃ উক্ত নির্দেশিকায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে- "হজ্বের পূর্বে অথবা পরে মসজিদে নব্বীর যিয়ারত করা সুন্নাত"। (পৃঃ ৪৭- ২০০৪)

"মসজিদে নব্বীর যিয়ারতের আওতায় রাসুলের রওযা মোবারক যিয়ারত এসে পড়ে" (পৃঃ ৪৯- ২০০৪)।

-হজ্ব নির্দেশিকায় এই উক্তি কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ "মসজিদে নব্বী যিয়ারত করা সুন্নাত" এবং

"মসজিদে নব্বীর যিয়ারতের আওতায় রাসুলের রওযা যিয়ারতও এসে পড়ে" -ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এমন কথা হাদীসে নেই। মসজিদের যিয়ারত হয়না- যিয়ারত হয় রওযা পাকের। রওযা মোবারকের যিয়ারতের হাদীস পৃথক এবং মসজিদে নব্বীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়ার হাদীস পৃথক। তবে প্রথমে রওযা মোবারক যিয়ারতের নিয়ত করতে হবে- তারপর মসজিদে নব্বীতে নামায পড়া ও যিয়ারত করার নিয়ত করতে হবে। ইহা হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। যেমন জগত বিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

فَاِذَا نَوَى زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْوِ مَعَهُ زِيَارَةَ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ —

অর্থাৎ- "যখন হাজ্বীগণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রওযা মোবারকের নিয়ত করবে- তার আওতায় মসজিদে নব্বী যিয়ারতেরও নিয়ত করবে"। ধর্ম মন্ত্রণালয় ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে নব্বীকে প্রাধান্য দিয়ে রওযা মোবারক যিয়ারতকে খাটো করে দেখিয়েছেন। এটা তাদের ঠিক হয়নি। মদিনা শরীফে যাওয়ার মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো রাসুলে পাকের রওযা মোবারক যিয়ারত করা। এটা একজন সাধারণ মুসলমানও জানে। ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে উল্টিয়ে দিতে চাচ্ছেন বলে মনে হয়। তাদের কাছে ঘরের মালিকের চেয়ে ঘরই বড়। (নাউযু বিল্লাহ)।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রওযা মোবারক যিয়ারতের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ৩৩টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার একটি হচ্ছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ—

অর্থাৎ- "ইবাদতের উদ্দেশ্যে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন

মসজিদে সফর করা যাবে না" (বুখারী শরীফ)।
-এতে পরিস্কার হয়ে গেলো- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রওযা যিয়ারত মসজিদে নববীর যিয়ারতের আওতায় নয় বরং মসজিদে নববীর যিয়ারতই রাসুলে পাকের (দঃ) যিয়ারতের অধীন। ধর্ম মন্ত্রণালয় ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধুদের ইশারায় প্রকৃত তথ্যকে উলট পালট করে দিয়েছে। কাজেই এই হজ্ব নির্দেশিকা অনুসরণ করলে ঈমানের ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন - ১৪৬ ঃ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ২০০৪ সনের হজ্ব নির্দেশিকার ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে- "রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর মসজিদে নামায পড়ার কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বরাদ্দ করে যান নি। তবে মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়ার রেওয়াজ আছে"। এটা কি সঠিক?

উত্তর ঃ এটা মোটেই সঠিক নয়- বরং মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত বা আট দিন নামায আদায় করার কথা বলেছেন। এটাকে রেওয়াজ বলা চরম বেয়াদবী- কেননা, রেওয়াজ হয় সর্বসাধারণ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়ম নীতি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ صَلَّى فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَرْبَعِيْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بَرَاءَتَيْنِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ (طَبْرَانِىُّ)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করবে- আল্লাহ পাক তাকে দুইটি বিপদ হতে মুক্তি দিবেন। একটি হলো মুনাফেকীর অপবাদ এবং অন্যটি হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি" (তাবরানী শরীফ ও জযবুল কুলুব)।
-এমন স্পষ্ট হাদীসকে যারা মানব প্রবর্তিত রেওয়াজ বলে- তারা মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা- মানুষ হওয়ার যোগ্যও নয়।

প্রশ্ন - ১৪৭ ঃ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ২০০৪ -এর হজ্ব নির্দেশিকায় উল্লেখ আছে- "কারো পক্ষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট কোন প্রয়োজন মেটানোর বা কষ্ট দূর করার প্রার্থনা করা শিরক, সুতরাং তা পরিত্যাগ করতে হবে"। (পৃষ্ঠা ৫০)।
-এই কথাটি শরিয়ত সম্মত কিনা?

উত্তর ঃ না, শরিয়তসম্মত নয়- বরং হুযুরের দুনিয়ার

জীবদ্দশায় ও রওযা পাকের জীবদ্দশায়- উভয় অবস্থায়ই প্রয়োজন মেটানোর বা কষ্ট দূর করার প্রার্থনা করার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে হাদীসে। সুতরাং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ্ব নির্দেশিকার শিরিক বলা অমার্জিত অপরাধ এবং দলীল বিহীন দাবী- যা মোটেই সত্য নয়।

প্রকৃত অবস্থা হলো- সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর জীবদ্দশায় আখেরাতের ব্যাপারে বহু প্রার্থনা করেছেন এবং নবীজী তা মঞ্জুর করেছেন। রওযা মোবারকের জীবদ্দশায়ও সাহাবায়ে কেরাম বৃষ্টির প্রয়োজন মেটানো এবং দূর্ভিক্ষের বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছেন। <u>জীবদ্দশায় প্রার্থনা করার প্রমান হলো-</u> হযরত রাবিয়াহ ইবনে কাব (রাঃ) নবজীর (দঃ) খাদেম ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হুযুরের কাছে প্রার্থনা করার অনুমতি দিলে হযরত রবিয়া (রাঃ) এভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مُرَا فَقَتَكَ فِی الْجَنَّةِ— (مِشْكوة)

অর্থাৎ- <u>"ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে থাকার প্রার্থনা করছি"। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মঞ্জুর করেছিলেন।</u>

<u>রওযা পাকের জিন্দেগীতে প্রার্থনা করার প্রমাণ হলো-</u> হযরত ওমর (রাঃ) -এর খিলাফত কালে অনাবৃষ্টি ও দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) কে রওযা মোবারকে বৃষ্টি প্রার্থনা করার জন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন। হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) রওযা পাকে গিয়ে প্রার্থনা করলেন- "হে আল্লাহর রাসুল! লোকজন বৃষ্টির অভাবে ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছে। আপনি রবের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। স্বপ্ন যোগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে দেখা দিয়ে এরশাদ করলেন- তাঁদের জন্য বৃষ্টি হবে এবং ওমরকে বলিও- শাসন কাজে সে যেন একটু নরম হয়"। হাদীসের মূল অংশ নিম্নরূপ --

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِ نَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ

অর্থাৎ- হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) রওযা পাকে গিয়ে সালাম আরয করে ফরিয়াদের ভাষায় বললেন- "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতদের উপর বৃষ্টি বর্ষনের

জন্য দোয়া করুন- কেননা, তাঁরা অনাবৃষ্টির কারণে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েছে। অতঃপর স্বপ্ন যোগে তাঁর সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দর্শন দান করে সংবাদ দিলেন যে, নিশ্চয়ই তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে"। (মাকালাতে সুন্নিয়া ও বায়হাকী)।

-এতেই প্রমানিত হলো যে, দুনিয়াতে এবং রওযা পাকে হুযুরের নিকট প্রয়োজন মেটানোর বা বিপদ দূর করার প্রার্থনা করা জায়েয। হাজ্বীগণ তাই করেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ্ব নির্দেশিকা এটাকে শিরিক বলে অমার্জিনীয় অপরাধ করেছে। ২০০২-২০০৪ হজ্ব নির্দেশিকায় যে ভূত সওয়ার হয়েছে- এর পূর্বে তা ছিলনা। বুঝা গেল নূতন ভূত কাঁধে চড়েছে। একাজ কার দ্বারা সম্ভব- জনগণের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। ভবিষ্যতে কেওড়া গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে এই ভূত তাড়াতে হবে- নতুবা মুসলমানের নাজাত হবেনা।

প্রশ্ন - ১৪৮ ঃ হজ্ব এবং মসজিদে নব্বীর যিয়ারতের উপরই উক্ত নির্দেশিকায় বেশী জোর দেয়া হয়েছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যিয়ারতকে খুব খাটো করে দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ হানাফী মাযহাব, মালেকী মাযহাব, শাফেয়ী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা যিয়ারত করাকে সুন্নাত বলেছেন- কিন্তু সাথে সাথে হুযুরের নৈকট্য লাভের সবচেয়ে উত্তম পন্থা বলেও মন্তব্য করেছেন। কেননা, এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হজ্ব মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ের সরাসরি যিয়ারতকে কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। যিয়ারত সম্পর্কীত কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো।

১। ইমাম গাযযালী ইহ্ইয়াউল তলুমে একখানা হাদীস এভাবে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ وَفَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ-

অর্থ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, ওফাতের পর সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো"

(ইবনে আদী, তারবানী, দারু কুত্নী, বায়হাকী, রাজজার, আবু ইয়ালা)

২। ছায়ীদ ইবনে মনসুর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে মরফু হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন-

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ وَفَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ -

অর্থ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি হজ্ব সমাপন করে আমার ওফাতের পর আমার রওযা মোবারক যিয়ারত করবে- সে যেন আমার সাথে আমার দুনিয়ার জীবদ্দশায়ই দেখা করলো"। (দারু কুত্নী, ইবনে নাফে, বায়হাকী, আবু বকর দিনুওয়ারী, ইবনুল জাওযী)

৩। ইবনে নাজজার গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ -

অর্থ- রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- " যে ব্যক্তি হজ্ব করলো- অথচ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো না— সে আমাকে কষ্ট দিলো"। (ইবনে নাজজার)

৪। ইমাম বুখারী "তারিখুল মদিনা" গ্রন্থে হযরত আনাছ (রাঃ) -এর বরাতে একখানা হাদীস লিখেছেন-

مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِىْ لَهٗ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِىْ فَلَيْسَ لَهٗ عُذْرٌ—

অর্থ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "আমার কোন উম্মতের সামর্থ থাকা স্বত্ত্বেও যদি সে আমার যিয়ারত না করে- তাহলে হাশরের দিনে তার কোন ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা"। -অত্র হাদীসে সরাসরি যিয়ারতের উল্লেখ করার তাকিদ করা হয়েছে- হজ্বের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এতে বুঝা যায়- হুযুরের রওযা মোবারক সরাসরি যিয়ারত করা স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

৫। তাবরানী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) -এর বরাতে একখানা হাদীস উল্লেখ করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

جَاءَ نِىْ زَائِرًا لَّا يُهِمُّهُ اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا—

অর্থ- "রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতে আসবে এবং আমার যিয়ারতই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে- তাহলে তার পক্ষে সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে"। (তাবরানী- ইবনে ওমর)।

৬। ইমাম বায়হাকী মুরছাল হাদীস বয়ান করেছেন-

مَنْ زَارَنِىْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ—

অর্থ- "যে ব্যক্তি কেবল আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আসবে- সে কেয়ামত দিবসে আমার প্রতিবেশী হবে"।

৭। দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

مَنْ حَجَّ اِلٰى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِىْ فِىْ مَسْجِدِىْ كُتِبَ لَهُ حَجَّتَانِ مَبْرُوْرَتَانِ—

অর্থ- "যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে হজ্ব সমাপন করে আমার মসজিদে আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসবে- তার জন্য দুইটি হজ্বে মকবুল লিখা হবে"।

৮। হাকীম তিরমিজি, দারু কুতনী, রায়হাকী, ইবনে খোযায়মা প্রমুখ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) -এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ —

অর্থ- "যে ব্যক্তি আমার রওযা মোবারক যিয়াত করবে- তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে"।

উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহ "মাকালাতে সুন্নীয়া" আরবী গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়- মদিনা শরীফ গমন করার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো রাসুলে পাকের যিয়ারত করা এবং সেই সাথে মসজিদে নব্বীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। এটাকে রেওয়াজ বলা ধৃষ্ঠতার সমতূল্য। কিন্তু এই ন্যাক্কারজনক কাজটিই করেছে হজ্ব নির্দেশিকা' ২০০২- ২০০৪। উল্লেখ্য, দোলোয়ার হোসাইন সাঈদী ধর্ম মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটির বর্তমান চেয়ারম্যান।

আল্লাহ পাক যেন হাজী সাহেবানদের হৃদয়ে রওযা মোবারক যিয়ারত করার জযবা পয়দা করেন। আমীন!

ধর্মমন্ত্রণালয়ের হজ্ব নির্দেশিকায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রওযা মোবারক ও জালী মোবারক স্পর্শ করা বা চুম্বন করাকে "মারাত্মক বিদআত" বলা হয়েছে

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

প্রশ্ন- ১৪৯ ঃ বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪ সালের হজ্ব নির্দেশিকায় বলা হয়েছে- "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হুজরা শরীফ (মাযার) ও বেষ্টনি স্পর্শ করা বা চুম্বন করা মারাত্মক বিদআত"। (পৃষ্ঠা ৩৮ ও ৫০)- এটা সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ তাদের এই দাবীটি হাদীসগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং ইবনে তাইমিয়া ও তার অনুসারীদের মিথ্যা প্রচারনা মাত্র। ধর্মমন্ত্রণালয় ইবনে তাইমিয়ার প্রচারনায় বিভ্রান্ত হয়েছে বলে মনে হয়। ইবনে তাইমিয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের রওযা মোবারক যিয়ারত করার নিয়তে সফর করাকে বিনা দলীলে হারাম ও শির্ক বলে ফতোয়া দিয়েছিল। এইরূপ ৭০টি মাসআলায় সে মনগড়াভাবে হাদীস ও মাযহাবের ইমামদের খেলাফ ফতোয়া দিয়ে তৎকালীন চার মাযহাবের চার কাযিউল কোযাত কর্তৃক কাফের বলে সাব্যস্থ হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ- "আল মাকালাতুছ ছুন্নিয়া" গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। উক্ত গ্রন্থটি লিখেছেন শেখ আব্দুল্লাহ হাবাশী বা হারারী। বৈরুত-লেবানন হতে উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠা হতে ১৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রওযা মোবারক চুম্বনের বিধান সম্পর্কীত ফযিলত ও প্রমানাদি পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য পেশ করা হলো-

(১) হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) কর্তৃক রওযা মোবারকে কপাল স্থাপনঃ-

رَوَى الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ (٤/٥١٠) وَصَحَّحَهُ وَ وَافَقَهُ الذَّهَبِىُّ عَلَى تَصْحِيْحِهِ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قَبْرِ الرَّسُوْلِ- فَرَاٰهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَاَخَذَ بِرَقَبَتِهِ -فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ اَبُوْاَيُّوْبَ فَقَضٰى مَرْوَانُ- فَقَالَ

اَبُوْاَيُّوْبَ اِنِّىْ لَمْ اَتِ الْحَجَرَ وَاِنَّمَا اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَاتَبْكُوْا عَلَى الدِّيْنِ اِذَا وَلِيَهٗ اَهْلُهٗ وَلٰكِنْ اِبْكُوْا عَلَيْهِ اِذَا وَلِيَهٗ غَيْرُ اَهْلِهٖ—

অর্থঃ হাকিম তাঁর মোস্তাদরাক গ্রন্থের ৪র্থ খন্ড ৫১৫ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করে তাকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী হাকিমের সহীহ মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

"হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারকের উপরে একবার স্বীয় কপাল স্থাপন করেছিলেন চুম্বনের উদ্দেশ্যে। উমাইয়া দুষ্ট মারওয়ান ইবনে হাকাম (মদিনার গবর্নর) তা দেখতে পেয়ে হযরত আবু আইউবের গর্দান ধরে টান দিল। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) তার দিকে দৃষ্টিপাত করার সাথে সাথে মারওয়ান চলে যায়। অতঃপর হযরত আবু আইউব (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করলেন- আমি কোন পাথরের নিকট আসিনি- বরং আমি রাসুলুল্লাহর রওযা মোবারকে এসেছি। আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা এরশাদ করতে শুনেছি "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ক্রন্দন করোনা- যখন দেখবে দ্বীনের উপযুক্ত লোক শাসন ক্ষমতায় বসেছে; বরং তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ক্রন্দন করো তখন- যখন দেখতে পাবে- কোন অনুপযুক্ত লোক শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে"। (হাকিম- মোস্তাদরাক)।

<u>মন্তব্য ঃ</u> নবীজীর রওযা মোবারকে চুম্বনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) -এর কপাল স্থাপনের বিষয়টি সাহাবাগণের আমলে ঘটেছিল- কিন্তু কোন সাহাবী তাঁকে একাজে নিষেধ করেননি। ধর্মমন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কি জবাব দেবেন? হযরত আবু আইউব আনসারী কি শির্ক বা বিদআত করেছিলেন ?

(২) রওযা মোবারক স্পর্শ বা চুম্বন করা সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত ঃ

نَقَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ فِىْ كِتَابِهِ الْعِلَلِ وَ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَقَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِىْ اَبَاهُ الْاِمَامَ اَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُسُّ مِنْبَرَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَبَرَّكُ بِمَسِّهِ وَيُقَبِّلُهُ وَيَفْعَلُ بِالْقَبْرِ مِثْلَ ذَالِكَ اَوْنَحْوَ هٰذَا يُرِيْدُ بِذٰلِكَ التَّقَرُّبَ اِلَى اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ فَقَالَ لَابَأْسَ بِذٰلِكَ۔ (كِتَابُ الْعِلَلِ وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ) —

অর্থ ঃ- "ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) -এর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর ইলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল ২য় খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠায় তাঁর পিতাকে একটি ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন- "কোন ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার শরীফ স্পর্শ করে বরকত গ্রহণ করলে এবং মিম্বারকে চুম্বন দিলে অথবা এরূপ অন্যান্য ভক্তিমূলক কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার ইচ্ছা করলে তা জায়েয হবে কি না ? উত্তরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন- এতে ক্ষতি বা দোষের কিছুই নেই" । (কিতাবুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল ২য় খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠা) ।

মন্তব্য ঃ ধর্ম মন্ত্রণালয় রওযা মোবারককে স্পর্শ বা চুম্বন করাকে মারাত্মক বিদআত বলেছে, অথচ ইমাম আহমদ (রহঃ) এর মতে উহা বিদআত তো দূরের কথা- মাকরূহও নয় । ধর্ম মন্ত্রণালয় এব্যাপারে কি জবাব দিবেন ?

(৩) হাম্বলী মাযহাবের ইমাম বাহুতী (রহঃ) তাঁর "কাশশাফুল কানা" গ্রন্থের ২য় খন্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন ঃ-

قَالَ الْبَهُوْتِىْ وَلَابَأْسَ بِلَمْسِهِ اَىْ اَلْقَبْرَ بِالْيَدِ— وَاَمَّا التَّمَسُّحُ بِهِ وَالصَّلٰوةُ عِنْدَهُ اَوْقَصْدُهُ لِاَجْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ مُعْتَقِدًا اَنَّ الدُّعَاءَ هُنَاكَ اَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ فِىْ

غَيْرِهِ أَوِ النَّذْرُ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ يُسْتَحَبُّ تَقْبِيْلُ حُجْرَةِ النَّبِيِّ- (كَشَّافُ الْقِنَاعِ ٢/١٥٠)

অর্থঃ- হাম্বলী মাযহাবের ইমাম বাহুতী (রহঃ) বলেছেন- রওযা মোবারক হাতে স্পর্শ করা দোষনীয় নয়। আর রওযা মোবারকে হাত মালিশ করা, রওযা মোবারকের নিকটে নামায আদায় করা অথবা দোয়ার জন্য রওযা মোবারকের নিকটবর্তী হওয়া- এই বিশ্বাসে যে, সেখানে দোয়া করা অন্যান্য স্থানের চেয়ে উত্তম অথবা এইরূপ দোয়া করার মানত করা ও অনুরূপ কাজের নিয়ত করা- এসব কাজ মাকরূহ তো দূরের কথা- দোষনীয়ও হবেনা। ইবরাহীম হারাবীও বলেছেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মোবারক চুম্বন করা মোস্তাহাব"। (কাশশাফুল কানা)।

মন্তব্য ঃ হাম্বলী মাযহাবের দুই দিকপাল ইমাম বাহুতী ও ইমাম হারাবী বলেছেন- রওযা মোবারক স্পর্শ করা ও চুম্বন করা, হুজরা মোবারক চুম্বন করা এবং সেখানে দোয়া করা মোস্তাহাব ও উত্তম। হাম্বলী মাযহাবের ভান করে ইবনে তাইমিয়া বলছে হারাম ও শির্ক (ইবনে তাইমিয়ার ইখতিয়ারাত গ্রন্থ দেখুন)।

ইবনে তাইমিয়ার অপমৃত্যু হয়েছে ৭২৭ হিজরীতে জেলখানায়। আর ইমাম বাহুতী বহু পরে ইনতিকাল করেছেন ১০০০ হিজরীর পরে। ধর্মমন্ত্রণালয়ের মাথায় ইবনে তাইমিয়ার ভূত সাওয়ার হয়েছে বলে মনে হয়। সউদী ওহাবী সরকার শুধু নিষেধই নয়- বরং গামছা দিয়ে ও হাজীদেরকে পিটায়।

(৪) রওযা মোবারকে হযরত বেলাল (রাঃ) -এর কপাল ঘর্ষণ ঃ

ইমাম ছামহুদী (রহঃ) " ওফাউল ওয়াফা" গ্রন্থে এবং ইমাম তকিউদ্দীন সুবুকী "শিফাউছ ছিকাম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

لَمَّا قَدِمَ بِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى الْقَبْرَ فَجَعَلَ يَبْكِيْ عِنْدَهُ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ

عَلَيْهِ – وَاسْنَادُهُ جَيِّدٌ–

অর্থ ঃ হযরত বেলাল (রাঃ) স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে যখন শাম দেশ থেকে মদিনা মোনাওয়ারায় রওযা মোবারক যিয়ারতে আসলেন- তখন তিনি রওযা পাকে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং রওয়া-মোবারকে কপাল ঘষতে লাগলেন" (ওকাউল ওয়াফা এবং শিফাউছ ছিকাম)।

মন্তব্য ঃ হযরত বেলাল (রাঃ) দীর্ঘদিন নবীজীর বিচ্ছেদ বেদনায় মদিনা শরীফ ত্যাগ করে শামদেশে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে নবীজী স্বপ্নে বললেন- "আর কত জ্বালাবে- হে বেলাল"? হযরত বেলাল স্বপ্নাদেশ পেয়ে মদিনায় রওযা মোবারকে হাযির হলেন। ইমাম হাসান হোসাইন (রাঃ) সহ সমস্ত মদিনাবাসী নরনারী এসে উপস্থিত হলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) সোজা রওযা মোবারকে এসে রওযাতে কপাল ঘষতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে কোন সাহাবীই তাঁকে বারন করেননি। যদি রওযাতে কপাল ঘষা নাজায়েয বা শির্ক হতো- তাহলে অবশ্যই সাহাবীগণ নিষেধ করতেন। ইবনে তাইমিয়ার মত বে-ঈমানরাই শুধু এ কাজকে নাজায়েয ও শির্ক বলে। ঐদিন ইমাম হাসান হোসাইনের (রাঃ) অনুরোধে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিতে গিয়ে "আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" বলে- নবীজীকে না দেখে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

(৫) হযরত ফাতেমা (রাঃ) কর্তৃক রওযা মোবারকে চিবুক স্থাপন ও রওযা মোবারকের মাটি চোখে মালিশ করে ক্রন্দনঃ

ইবনে আসাকির- এর "তোহ্ফা" গ্রন্থে তাহের ইবনে ইয়াহ্য়া আল হোসাইনের সূত্রে বর্ণিত হযরত আলী (রাঃ) নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا رَمَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَوَقَفَتْ عَلٰى قَبْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَتْ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابِ الْقَبْرِ وَوَضَعَتْ عَلٰى عَيْنَهَا وَبَكَتْ–

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

"যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন সমাপ্ত হয়- তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) রওযা পাকের নিকটে দাঁড়িয়ে রওযা মোবারক থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে চোখে স্থাপন করে অঝোরে কেঁদে বিলাপ করে কতিপয় মর্সিয়া কালাম দ্বারা নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলেন" (তোহ্ফায়ে ইবনে আছাকির)।

বিঃদ্রঃ- আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী (কুয়েত) তাঁর আদিল্লাতু আহলিছ ছুন্নাহ্ গ্রন্থে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর চিবুক রওযা মোবারকে স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন।

(৬) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক রওযা মোবারক ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করাঃ

খতীব ইবনে হামালা বর্ণনা করেছেন ঃ

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ ثُمَّ قَالَ وَلَا شَكَّ اَنَّ الْاِسْتِغْرَاقَ فِى الْمَحَبَّةِ يَحْمِلُ عَلَى الْاِذْنِ فِىْ ذٰلِكَ-

অর্থ ঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে **ওমর** রাদিয়াল্লাহু আনহুমা **নিয়মিতভাবে রওযা** মোবারকের উপর ডান হাত রেখে স্পর্শ করতেন (এবং চুমু দিতেন)"। অতঃপর ইবনে হামালা বলেন- নিঃসন্দেহে "মহব্বতের বিভোরতাই এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে"

(৭) হানাফী মাযহাবের ইমাম আল্লামা আইনী "উমদাতুল কারী"তে বলেনঃ-

وَقَالَ (يَعْنِىْ شَيْخُهُ) زَيْنُ الدِّيْنِ اَيْضًا وَاَخْبَرَنِىْ الْحَافِظُ اَبُوْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَلَائِىْ قَالَ رَاَيْتُ فِىْ كَلَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ فِىْ جُزْءٍ قَدِيْمٍ عَلَيْهِ خَطُّ ابْنِ نَاصِرِ الدِّيْنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُفَّاظِ اَنَّ الْاِمَامَ اَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيْلِ قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْبِيْلِ مِنْبَرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ-

অর্থ ঃ- আল্লামা আইনীর ওস্তাদ জয়নুদ্দীন ইরাকী বলেছেন-

"হাফিজুল হাদীস আবু সাঈদ ইবনে আলায়ী বলেছেন যে, আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর একটি মন্তব্য পুরাতন নোছখায় দেখেছি- যা ইবনে নাসির উদ্দীন ও অন্যান্য হাফিজুল হাদীসগণ দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন- "ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে রওযা মোবারক ও মিম্বার শরীফ চুম্বন করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য করেন- ইহা কিছুতেই দোষনীয় নয়।" (উমদাতুল ক্বারী)

(৮) আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানীর অভিমতঃ-

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ اِسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوْعِيَّةِ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ جَوَازَ تَقْبِيْلِ كُلِّ مَنْ يُسْتَحَقُّ التَّعْظِيْمُ مِنْ اٰدَمِيٍّ وَغَيْرِهٖ- فَاَمَّا تَقْبِيْلُ يَدِ الْاٰدَمِيِّ فَسَبَقَ فِي الْاَدَبِ وَاَمَّا غَيْرُهٗ فَنُقِلَ عَنْ اَحْمَدَ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيْلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَبْرِهٖ فَلَمْ يَرَ بِهٖ بَأْسًا ..... وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ اَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ اَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَقْبِيْلِ الْمُصْحَفِ وَاَجْزَاءِ الْحَدِيْثِ وَقُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَنَقَلَ الطَّيِّبُ النَّاشِرِيُّ عَنِ الطَّبَرِيِّ اَنَّهٗ يَجُوْزُ تَقْبِيْلُ الْقَبْرِ وَمَسُّهٗ قَالَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ (كَلَامُ السَّمْهُوْدِيِّ)

অর্থ ঃ- ইবনে হাজর বলেন- (বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী) হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা শরিয়তে বৈধ- এই নীতিমালা হতে কোন কোন উলামা ও মোহাদ্দেসীনগণ বলেছেন- তাযীমযোগ্য প্রত্যেক জিনিসকেই চুম্বন করা বৈধ- চাই উহা মানুষ হোক, কিংবা অন্য কিছু"। মানুষের হস্ত চুম্বনের বৈধতার আলোচনা আদব অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য বস্তু চুম্বন করা সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- রওযা মোবারক ও মিম্বার শরীফ চুম্বন করা কী? তিনি বলেছিলেন "আমি এতে দোষনীয় কিছুই

দেখিনা" ।.....

মক্কা মোয়াযযমার অন্যতম আলেম ইবনে আবু ছায়ীফ ইয়ামানী থেকে আরও বর্ণিত আছে- "কোরআন মজিদ, হাদীস শরীফ ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে চুম্বন করা জায়েয" । তাইয়েব নাশেরী তাবারী থেকে বর্ণনা করেছেন "রওযা মোবারক চুম্বন করা ও স্পর্শ করা সম্পূর্ণ জায়েয এবং ইহাই উলামায়ে সালেহীনের আমল" । (আল্লামা ছামহুদীর কালাম) ।

মন্তব্য ঃ রওযা মোবারক চুম্বন করা, স্পর্শ করা এবং আউলিয়াগণের মাযার চুম্বন করার এতগুলো দলীল থাকা সত্বেও ধর্মমন্ত্রণালয় কি করে হজ্ব নির্দেশিকায় লিখলেন- "রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর হুজরা মোবারক (রওযা) ও বেষ্টনি স্পর্শ করা বা চুম্বন করা মারাত্মক বিদআত"? (পৃষ্ঠা ৩৭ ও ৫০)

আমাদের সরকার কি আমাদেরকে এবং হাজীদেরকে মারাত্মক বেয়াদবী শিক্ষা দিচ্ছেন না? কাদের ইন্ধনে এসব গর্হিত কথা হজ্ব নির্দেশিকায় লিখা হয়েছে? এব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কেরামের মুখ খোলা উচিত- নতুবা বাতিলপন্থীরা ধর্মমন্ত্রাণালয়কে বিতর্কিত করে ফেলবে । ইহা ধর্মীয় মন্তব্য । অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয় । উল্লেখ্য, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ধর্মমন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটির বর্তমান চেয়ারম্যান ।

Article dated: 2003